গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ,আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সখের ব্যাবহৃত মোটরসাইকেল ও ঘরে থাকা আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত ফজলু শাহ-র ছেলে জীবনের কাছে টাকা পায় ওই গ্রামের রবি। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে রবি তার পাওনা টাকা চাইতে গেলে জীবনের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

এসময় জীবন ও শীলন দুই ভাই রবির উপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রবির পক্ষের লোকজন পাল্টা হামলা চালিয়ে জীবনের মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাব পত্র ভাঙচুর করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

এতে উভয় পক্ষের আহত হয়েছে তিনজন ৷ আহত রবিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শৈলকূপায় বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত, আহত ৩০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের জেরে স্থানীয় বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ (৬৫) নামে একবৃদ্ধ

নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নারী-পুরুষসহ আরও অন্তত ৩০ জন।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মাধবপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সকালে মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের খাল পাড়ায় ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি ও ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য ছের আলী ও ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ চলাকালে প্রতিপক্ষের হামলায় মশিউর গ্রুপের সমর্থক মোহন শেখ (৬৫) নামে একজন নিহত হন। নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়লে উভয়পক্ষের লোকজন ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় অন্তত আরও ৩০ জন আহত হন।

এসময় গ্রামের কয়েকটি বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদ আল মামুন বলেন, মোহন শেখ নামে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছেন। আরও ৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে আব্বাস শেখ নামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, ওই গ্রামের পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, আহত ২০

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন।

গুরুতর আহত কয়েকজনকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার সকালে সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের সময় কমপক্ষে ৩০টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার উজানগ্রাম ও গজনবীপুরসহ ছয়টি গ্রাম মিলিয়ে দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রথমে গজনবীপুর এলাকায় সংঘর্ষ হয়। পর সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে উজানগ্রাম এলাকায়। এতে দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। এ সময় দুই গ্রামের কমপক্ষে ৩০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ রানা জানান, এলাকায় গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে উভয় পক্ষের কেউ এখনো থানায় মামলা করেনি। মামলা করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ইয়াবার টাকা বিরোধে সংঘর্ষ, অপহরণ

মেহেরপুরে পূর্ব বিরোধের জেরে পথরোধ করে মারধর ও অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিযান চালিয়ে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সদর থানা পুলিশের যৌথ একটি দল। পলাতক রয়েছে আরও একজন।

এ ঘটনাই ভুক্তভোগী মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেছেন। সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির

বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে মামলার বাদী ও অপহরণের শিকার মিয়ারুল ইসলাম ও তার পরিচিত গোবিপুর গ্রামের বাসার মেম্বারের ছেলে হৃদয় (৩৫) মোটরসাইকে মেহেরপুর শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে তাদের পথরোধ করে।

এসময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলামের সঙ্গে হৃদয়ের পূর্বের লেনদেনের বিষয় নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। বাদী প্রতিবাদ করলে আসামিরা তাদের ওপর চড়াও হয়ে এলোপাতাড়ি কিল ঘুষি মারতে থাকে। একপর্যায়ে হৃদয় দৌড়ে পালিয়ে গেলেও বাদীকে আটক করে লাঠিসোটা দিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

পরে জোরপূর্বক সাগর হোসেনের ইজিবাইকে তুলে তাকে অপহরণ করে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফুলবাগান পাড়ার ক্রিসেন্ট ক্লাবে নিয়ে আটকে রাখা হয়।

খবর পেয়ে দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে মেহেরপুর ডিবি পুলিশ ও সদর থানা পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ক্রিসেন্ট ক্লাব থেকে অপহৃত মিয়ারুল ইসলামকে উদ্ধার করে এবং ঘটনাস্থল ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে। তবে অভিযানের সময় পলাতক আসামী হাসিবুল ইসলাম কৌশলে পালিয়ে যায়।

অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃত এবং অপরের মামলার আসামিরা হলেনঃ মুখার্জিপাড়ার সেলিম রেজার ছেলে রোহান হোসেন রিয়াদ (২৩), রিপন আলীর ছেলে আব্দুর রহিম (১৯ ও হাফিজুল ইসলামের ছেলে তাজ হোসেন (২৪), ফুলবাগান পাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে সাগর হোসেন (২৪) এবং তাতিপাড়ার মহসিন শেখের ছেলে মাহফুজুর রহমান (১৯) সহ অজ্ঞাতনামা আরও ৪/৫ জন।
অপর আসামি ফুলবাগান পাড়ার হাসেম আলীর ছেলে হাসিবুল ইসলাম (২০) কৌশলে পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, ‘প্রাথমিক অনুসন্ধানে পূর্বের টাকার লেনদেনকে কেন্দ্র করেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। এছাড়াও এ ঘটনায় মিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।’

তবে অভিযোগ ও প্রতিবেদকের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইয়াবা কেনার জন্য পূর্বে লেনদেনকৃত টাকা আত্মসাৎকে কেন্দ্র করে এই বিরোধের সূত্রপাত। আর তারই জের ধরেই সংঘর্ষ ও অপহরণের ঘটনা ঘটে।

কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেল-পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মোটরসাইকেল ও পাখি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আজিম উদ্দিন নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে উপজেলার লাহিনী পাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আজিম কুমারখালি উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের লালাদাড়ি গ্রামের আবু মুসার ছেলে।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে পুলিশ জানিয়েছে, রাতে আজিম উদ্দিন মোটরসাইকেলযোগে কুষ্টিয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে আজিম ঘটনাস্থলেই মারা যান। আহত হন ভ্যানে থাকা চার যাত্রী। আহতদের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া হাইওয়ে থানার ওসি আবু ওবায়েদ জানান, দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নাটোরে ট্রাক-প্রাইভেটকার সংঘর্ষে মেহরপুরের চালক নিহত

নাটোরের বড়াইগ্রামে ট্রাক ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মেহেরপুরের সাগর হোসেন (২৯) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেট কারটির চালক ছিলেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

শুক্রবার (২৭ মার্চ) ভোরে বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের থানা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় আহতদের একজন ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার আমিরগাড়ী গ্রামের আব্দুর সালামের ছেলে নোমান তরফদার। আহত অপরজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বনপাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান ঢাকা পোস্টকে জানান, ঢাকা থেকে মেহেরপুরগামী একটি প্রাইভেট কার (ঢাকা মেট্রো-গ ২২-২২৯২) বনপাড়া-হাটিকুমরুল মহাসড়কের থানা মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা ঢাকাগামী একটি ট্রাকের (ঢাকা মেট্রো-ট ১৮-৪৬৯) সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাইভেট কারের চালক নিহত হন।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে এবং এ ঘটনায় সড়ক আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

হরিণাকুণ্ডুতে ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে কৃষকদল

নেতার মৃত্যু

এক বাচ্চা হওয়ার খবরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে স্থানীয় জামায়াত-বিএনপি কর্মীদের মধ্যে বাকবিতন্ডার জেরে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের দু’পক্ষের মাঝে কথপোকথন শেষে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এসময় আবুল কাশেম নামে এক কৃষকদল নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) রাত সাড়ে ৭টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিহত আবুল কাশেম হরিনাকুণ্ডু উপজেলার কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক ও কুল্ল্যাগাছা ভাতুড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফ মন্ডলের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, ঈদুল ফেতরের কয়েকদিন আগে স্থানীয় জামায়াত নেতা মুতালেবের ভায়ের মেয়ে হওয়ায় ফেসবুক আলহামদুলিল্লাহ বলে পোষ্ট দেয় সেই পোস্টের কমেন্ট করে একজন বিএনপি নেতা। তার এই কমেন্ট করা নিয়ে ওই গ্রামের আব্দুল আজিজ ও কৃষকদল নেতা আবুল কাশেমের বাকবিতন্ডা হয়। তারা একে অপরের চাচাতো ভাই। বাকবিতন্ডার জেরে বুধবার রাতে আবুল কাশেম ও আব্দুল আজিজ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উভয়ের পরিবারের লোকজন মারামারিতে লিপ্ত হয়। এসময় হাতাহাতির এক পর্যায়ে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যান আবুল কাশেম। পরে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. জুবায়ের বলেন আবুল কাসেম হাসপাতালে পৌছানোর মৃত্যু বরণ করেছে। বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই ইন্টারনাল হেমারেজ হতে পারে পরে তবে সেটা পোস্টমর্টেম ছাড়া জানা যাবেনা।

কাপাশহাটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফুদ্দৌলা ঝন্টু জানান, তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মারামারি হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই তাদের মাঝে বিরোধ চলে আসছিলো।

এ দিকে এঘটনাকে রাজনৈতিক বিরোধ দাবি করে জেলা যুবদলে সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টু অভিযোগ করেন, “স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকজনের যৌথ হামলায় কৃষকদল নেতা নিহত হয়েছেন। জামায়াতের লোকজন ঝিনাইদহে গুপ্ত হত্যার রাজনীতি শুরু করেছে এর আগে তারা ঝিনাইদহ সদরের কৃষকদল নেতা তরু মুন্সী হত্যা করেছে। এটা তাদেও পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা জামায়াতের আমির বাবুল হোসেন জামায়াতের অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, “ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া নিয়ে একই পরিবারের সদ্যদের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এক পর্যায়ে নিহত আবুল কাশেম তারই চাচা নাজের মন্ডলের ছোঁড়া ইটের আঘাতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্ত এ ন্যাক্কারজনক ঘটনার সঙ্গে কোন ভাবেই জামায়াত জড়িত নয়।”

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, ফেসবুকে লেখালেখি নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে বলে শুনেছি। আমি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা করেছি। চাচাতো ভাইদের মাঝে মারামারি হয়েছে, এমনটা জানতে পেরেছি। তবে এ ঘটনায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। মরদেহ ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষে শহিদুল ঢালি (৪৫) নামে এক একজন নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে আটক করেছে।নিহত শহিদুল ঢালি দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের মওলা ঢালির ছেলে। আটককৃতরা হলেন একই গ্রামের মৃত জলিল ঢালির ছেলে বারিক ঢালি (৪২), ও জাহিদুল ঢালি (২৯)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জমিজমা নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। তারা সবাই আপন আত্মীয়, আপন চাচাতো ভাই সবাই। গত মঙ্গলবার বিকেলে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এ সময় প্রতিপক্ষের হামলায় শহিদুল ঢালি গুরুতর আহত হন।

সংঘর্ষে আরও অন্তত তিনজন আহত হন।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় শহিদুল ঢালিকে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার ভোরে তিনি মারা যান।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ্ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখা হয়েছে। আহতদের মধ্যে অন্যরা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এঘটনায় মামলা হয়েছে, মোট দুইজনকে আটক করা হয়েছে, আজ আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ

দামুড়হুদায় জয়রামপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে কিশোর নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর নতুনপাড়ায় দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নাঈম (১৪) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাঈম উক্ত গ্রামের সাজিরুলের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাঈম তরমুজ কেনার উদ্দেশ্যে কাঠালতলা বাসস্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনায় জড়িত অপর মোটরসাইকেলের আরোহীর পরিচয় এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সংঘর্ষের পর ওই মোটরসাইকেলটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

জীবননগর মাধবখালীতে কবরস্থানের গেট নিয়ে উত্তেজনা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবখালী গ্রামে কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে যে কোনো সময় আবারও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রোববার মাগরিবের নামাজের পর মাধবখালী গ্রামের মণ্ডলপাড়া ও খানপাড়ার লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল বলে স্থানীয়রা জানান।

খবর পেয়ে জীবননগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষই জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পরে বুধবার জামিনের জন্য দুই পক্ষ চুয়াডাঙ্গা আদালতে গেলে সেখানে আবারও বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এ সময় মণ্ডলপাড়ার দুর্জয় খানপাড়ার বাঁধনকে হাত কেটে নেওয়ার হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

বাঁধন বলেন, কবরস্থানের গেট নির্মাণ নিয়ে থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগের পর থেকেই দুর্জয় তাকে একাধিকবার মোবাইলে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। বুধবার আদালতে জামিনের জন্য গেলে দুর্জয় তার ওপর হামলার চেষ্টা করেন। সঙ্গে লোকজন থাকায় তিনি সেখান থেকে সরে যান। এতে

তারা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান তিনি।

অভিযোগ অস্বীকার করে দুর্জয় বলেন, তিনি কাউকে হুমকি দেননি; বরং প্রতিপক্ষই তাদের ওপর হামলা করেছে।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ সোলায়মান শেখ সাংবাদিকদের জানান, মাধবখালী গ্রামের কবরস্থানের গেট নির্মাণকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষ থানায় অভিযোগ দিয়েছে। অভিযোগগুলো আদালতে পাঠানো হয়েছে।